মেহেরপুরের আমঝুপিতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং এর উদ্বোধন করা হয়েছে। তৃনমূল পর্যায়ে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিতে ইউনিক এন্টারপ্রাইজের চেয়াম্যান মুন্সি জাহাঙ্গির জিন্নাত হিরোক এর উদ্যোগে আমঝুপি বাজারে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। বুধবার সকালে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর জেলা শাখার ম্যানেজার মুহাম্মদ জাহাঙ্গির আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এজেন্ট শাখার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, জনসাধারণের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিতে তৃনমূল পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা দেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাকিতাই মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে আরও একটি এজেন্ট শাখার উদ্বোধন করা হলো। মূল শাখার যাবতিয় কর্মকান্ড এজেন্ট শাখার মাধ্যমে করা যাবে। আপনাদের সহযোগীতায় আমঝুপি শাখা দ্রুত সাফল্য অর্জন করবে।

এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার এস এম আনসারুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আমঝুপি বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, কোষাধাক্য সানি আযিম।

সমাপনি বক্তব্য দেন আমঝুপি শাখার এজেন্ট ও ইউনিক এন্টাপ্রাইজের চেয়ারম্যান মুন্সি জাহাঙ্গির জিন্নাত হিরোক। তিনি বলেন, আপনাদের ব্যাংকিং সুবিধা হাতের নাগালে দিতে আমার এই উদ্যোগ। ইসলামী ব্যাংকের সকল সুবিধা এখান থেকেই পাবেন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন এর সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, চীফ রিপোর্টার মর্তুজা ফারুক রুপক, সাংবাদিক মাহাবুবুল হক পোলেন, আতিক স্বপন।

পরে দোয়া পরিচালনা করেন চাঁদিবিল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এর খতিব ইমাম মুহাম্মদ মাওলানা আব্দুল বারি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন

ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার অফিসার আব্দুল মোঈন।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মা-ছেলেকে মারধর

মুজিবনগরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে টুটুল ও তার মাকে খুনের হুমকি দিয়েছে তারই প্রতিবেশি। এবং ঘরের কার্নিশ টুটুলের জমি থেকে একটু সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে বলতে গেলে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। মারধরের ঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

টুটুল জানায়,আমাদের জমির পাশে নাসিমের জমি আছে। তারা আমাদের জমির আইল ঘেষে তাদের জমিতে ঘর তুলছে। বার বার করে তাদের নিষেধ করার সত্তেও তারা আমার কথা কানে নেয়নি। পরবর্তিতে ঘরের ছাদের কাজ চলমান। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তাদের ছাদের কাজ করতে বাধা দিতে গেলে ইমান আলি ও নাসিম আমাকে এবং আমার মাকে মারধর করে।
এ বিষয়ে টুটুলের পিতা আফতাব আলি মুজিবনগর থানায় উপস্থিত হয়ে বক্স সরদারের ছেলে ইমান আলি ও মৃত: বাবু সরদারের ছেলে নাসিমের নামে একটি অভিযোগ দাখির করেন। যারা দুজনেই মোনাখালি গ্রামের মধ্যেপাড়ার ছেলে এবং আফতাব আলির প্রতিবেশি।
অভিযোগে আফতাব আলি উল্যেখ করেছে, আমার জমির পাশে নাসিমের জমি আছে। তারা আমার জমির আইল ঘেষে তাদের জমিতে ঘর তুলছে। বার বার করে তাদের নিষেধ করার সত্তেও তারা আমার কথা কানে নেয়নি। পরবর্তিতে ঘরের ছাদের কাজ চলমান। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তাদের ছাদের কাজ করতে বাধা দিতে গিয়ে তারা আমার স্ত্রী ও সন্তানকে খুনের হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার এসআই সুব্রত কুমার পাল বলেন, অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান জানান, মারামারির ঘটনা আমি শুনেছি। এ বিষয়ে আমি উভয় পক্ষের সাথে কথা বলে

আগামিকাল আমিন ডেকে নিয়ে এসে উভয়ের জায়গা মাপার ব্যাবস্থা করবো।

মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর থেকে সদ্য বদলি হয়ে যাওয়া জেলা প্রশাসক বর্তমানে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

টাঙ্গাইল জেলায় নতুন করে ৫২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫১৫ জনে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইল সদরে ২৯ জন, নাগরপুরে দুই, মির্জাপুর তিন, বাসাইল ৭, কালিহাতি ৭, ভুয়াপুর ০১ ও ধনবাড়িতে তিনজন।

টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন অফিস জানায়, এদের মধ্যে ৮৫৩ জন সুস্থ হয়েছেন। অপরদিকে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। এবং টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের করোনা ডেডিকেটেড ও বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ও বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছে।

টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনির করোনা পজেটিভ হওয়ার পর তিনি সরকারি বাসভবনে চিকিৎসাধীন আছেন।

সূত্র- যমুনা টিভি

গাংনীতে কফি হাউসে বসে পরকীয়া প্রেমিকার সামনে সেনা সদস্যের আত্মহত্যার নাটক

প্রথম প্রেমিকার সাথে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কফির সাথে বিষ মিশিয়ে বিষপানের নাটক করে সোহেল নামের এক সেনা সদস্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই সেনা সদস্য মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের মৃত ইসরাফিলের ছেলে। বর্তমানে তিনি ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত আছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলার গ্রীন কফি হাউসে কফি খাওয়ার সময় প্রেমিকার সামনে এই নাটকীয় ঘটনা ঘটান।

পুলিশ ও স্থানীয়রা সূত্রে জানা গেছে, শুভরাজ পুর গ্রামের সেনাসদস্য সোহেল রানা চাকরি থেকে ছুটিতে বাড়ি আসে সপ্তাহখানেক আগে। ছুটিতে এসে তার প্রথম প্রেমিকাকে সাথে নিয়ে গাংনীতে একটি কফি হাউসে কফি খেতে বসে।

এ সময় প্রেমিককে তার সাথে পালিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। সোহেল রানা বিবাহিত হওয়ায় তার প্রস্তাবে রাজি না হলে পকেট থেকে একটি ট্যাবলেট বের করে কফির সাথে মিশিয়ে তা পান করে।

উক্ত কফি পান করার সাথে সাথে বমি শুরু হলে স্থানীয় কফি সপের মালিক তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। স্থানীয় মানুষ বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের এসআই তপনসঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেনা সদস্য সোহেল রানাকে চিকিৎসার জন্য বিষমুক্ত করতে চাইলে সোহেল রানা বলেন আমি কিছুই খাইনি। শুধু প্রেমিকাকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

প্রেমিকা জানান চার বছর ধরে আমার সাথে সোহেলের সম্পর্ক। আমার সাথে তার বিয়ের কথা ছিল। সে সেনাবাহিনীতে চাকরি পাওয়াই আমাকে ছেড়ে এক মেয়ের সাথে দুই বছর আগে বিয়ে করে। তারপর কয়েক মাস আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে সে আমাকে বিয়ে করবে বলে নানা ধরণের প্রলোভন দেখিয়ে ফোন দিতে থাকে। আর আমাকে না পেলে আত্মহত্যা করবে বলে ওয়াদা করে। শুধু তাই নয় সে হারপিক ও বিষের বোতল দিয়ে আমাকে ভিডিও কলে দেখায় আমি নিরুপায় হয়ে তার সাথে

যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি।

আজকেও সে গাংনীতে আসার কথা বললে আমি আসতে রাজি হইনি। সে আত্মহত্যা করে আমাকে ফাঁসাতে চায় আমি এক প্রকার নিরুপায় হয়েই তার সাথে দেখা করতে আসি। আমাকে সে বিয়ে করার জন্য পালিয়ে যেতে বললে আমি বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি তখন সে আমার সাথে এই আত্মহত্যার নাটক করে। স্থানীয়রা আমাকে ও সোহেলকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

পরে পুলিশ এসে পুরো ঘটনা শুনতে চাইলে পুলিশকে বিস্তারিত বলেছি। গাংনী থানা পুলিশের তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান এমন একটি ঘটনা তিনি শুনে পুলিশ পাঠিয়েছেন। তবে এব্যাপারে কোনো পক্ষেরই কোন অভিযোগ পাননি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

ভেড়ামারায় ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে চালক নিহত

কুষ্টিয়ায় ভেড়ামারায় ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে সিএনজিতে থাকা ৫ যাত্রী।

আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের বারমাইল এলাকায় ভেগান কোল্ড ষ্টোরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২ জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

নিহত সিএনজি চালক হাবিবুর রহমানের (৩৫) লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জেলার মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে।

ভেড়ামারা থানার ওসি মো. শাহজালাল জানান, ‘যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজি ঈশ্বরদী যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের ভেড়ামারা বারমাইল এলাকায় ভেগান কোল্ড ষ্টোরের সামনে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে সিএনজি দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে চালক হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হয় সিএনজি যাত্রী আশরাফুল, কামাল, করিম. আলিম কাজী ও বাবু।’

নিহত হাবিবুর রহমানের লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘাতক টাকটি আটক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেপ্র/আরপি

ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে রীভা গাঙ্গুলির সৌজন্য সাক্ষাৎ

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ। আজ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎ শেষে সেতুমন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুদৃঢ় হলে পারস্পরিক উন্নয়ন এবং অমীমাংসিত সমস্যা সমাধান সহজেই সম্ভব।’

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অধিকতর উষ্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং উন্নয়নমুখী। বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ’৭১ এর রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ।

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও গণপরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও

হাইকমিশনারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে তিনি এ সময় জানান।

সেতুমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের সম্পর্কের সেতুবন্ধ সময়ের পরিক্রমায় দিন-দিন নবতর মাত্রায় উন্নীত হচ্ছে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এগিয়ে নিতে হাইকমিশনারের সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান সেতুমন্ত্রী।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

কমছে না পানি, প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম

দেশের বিভিন্ন নদনদীর পানি এখনো বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে বন্যাকবলিত এলাকাগুলো থেকে পানি নামতে পারছে না। পানির চাপে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম। গাইবান্ধায় গত রবিবার রাতে ভেঙে গেছে বাঙ্গালী নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ। নাটোরের সিংড়ায় ভেঙেছে আত্রাই নদীর বাঁধ। সোমবার ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে ফের ধস নামে।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, এখনো জেলার বিভিন্ন নদনদীর পানি বিপত্সীমার অনেক ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বোচাদহ গ্রামে বাঙ্গালী নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ গত রবিবার রাতে ভেঙে গেছে। ফলে উপজেলার বোচাদহ, বালুয়া, ছয়ঘরিয়া, শ্রীপতিপুর, কুমিড়াডাঙা, পুনতাইর, পাছপাড়া, গোপালপুর, জিরাই, সোনাইডাঙ্গা, হরিনাথপুর-বিশপুকুর, কাজিরচক, পচারিয়া, মাদারদহ, কাজীপাড়া, ফকিরপাড়া ও পানিয়া গ্রামে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল এবং ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে।

সাদুল্লাপুরের কামারপাড়া, রসুলপুর, দামোদরপুর ও বনগ্রাম ইউনিয়ন এবং গাইবান্ধার কুপতলা, খোলাহাটি, ঘাগোয়া ও গিদারী ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের বসতবাড়ি ও সড়কগুলোতে হাঁটুপানি জমে আছে। জেলার সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি, পলাশবাড়ী গোবিন্দগঞ্জ, সাদুল্লাপুর ও গাইবান্ধা সদরসহ সাত উপজেলায় ৩৮টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত হয়েছে।

গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলেছুর রহমান জানান, সোমবার পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি জানান, রবিবার ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপত্সীমার ৮৮ সেন্টিমিটার, ঘাঘট নদীর পানি বিপত্সীমার ৭১ সেন্টিমিটার ও করতোয়া নদীর পানি বিপত্সীমার ১১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

সিংড়ায় ভেঙে গেছে আত্রাই নদীর বাঁধ

সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা জানান, নাটোরের সিংড়া উপজেলার মহেশচন্দ্রপুর কলকলি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বাঁধ ভেঙে কলম-চানপুর বিলে পানি প্রবেশ করেছে। এতে করে কলম, কুমারপাড়া, বলিয়াবাড়ী, জগতপুর, নজরপুর, কলকলিপাড়াসহ ১০টি গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে জানান কলম ইউপি চেয়ারম্যান মঈনুল হক চুনু। পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু রায়হান জানান, আমরা বাঁধটি রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

রবিবার আত্রাই নদীর পানি বিপত্সীমার ৯৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে উপজেলার সুকাশ ও হাতিয়ান্দহ ব্যতীত ১০টি ইউনিয়ন এবং সিংড়া পৌর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ২৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২ হাজার বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছে। সিংড়া পৌর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। সিংড়া বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন। পৌর এলাকায় ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছেন সিংড়া পৌরসভার মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস।

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) সংবাদদাতা জানান, শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে গত কয়েক দিনের অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে আবারও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আমন বীজতলাসহ সবজি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সোমেশ্বরী নদীর পানির তোড়ে ধানশাইল-কুচনীপাড়া সড়কের বাগেরভিটা ব্রিজ হুমকির মুখে পড়েছে। উপজেলার দাড়িয়ারপাড়, সারিকালিনগর, দড়িকালিনগর, ধানশাইল, বাগেরভিটা, কান্দুলী, কুচনীপাড়াসহ প্রায় ৩০টি গ্রামের শত শত মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাট পানির নিচে থাকায় যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

ফরিদপুর শহর রক্ষা বাঁধে আবারো ধস

ফরিদপুর প্রতিনিধি জানান, ফরিদপুর সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউনিয়নের

সাদীপুর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ফের ভাঙন দেখা দিয়েছে। সোমবার বিকালে বাঁধের ৪৫ মিটার অংশ ধসে গেছে। এর আগে গত শনিবার বাঁধের ৮০ মিটার অংশ ধসে পানি ঢুকে পাঁচটি গ্রাম প্লাবিত হয়। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার জানান, পানির যে চাপ তাতে এই মুহুর্তে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব নয়। পানির চাপ কমলে কাল থেকে বাধটি পুনরায় মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিকে বন্যায় জেলার ৭ উপজেলার ৫৪০টি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। সোমবার সন্ধ্যায় পদ্মা নদীর পানি ফরিদপুর অঞ্চলে বিপদসীমার ১১৯ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র।

চরভদ্রাসন (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে গত কয়েকদিনে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপজেলার চারটি ইউনিয়নের প্রায় সব এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ১৫ হাজার পরিবার। অনেকেই গরু-ছাগলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন বেড়িবাঁধ, হেলিপ্যাড ও আশ্রয়কেন্দ্রের উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপজেলার বিভিন্ন কাঁচা-পাকা সড়ক।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী সুলতান মাহামুদ জানান, পদ্মা নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়ে সোমবার বিপত্সীমার ১১৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। চরাঞ্চলে স্যানিটেশন, গো-খাদ্য সংকট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সমস্যা দেখা দিয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. আলভীর হোসেন জানান, বন্যায় এ পর্যন্ত ৫৩০ হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

মাদারীপুর প্রতিনিধি জানান, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সবকটি নদীর পানি বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় নতুন নতুন এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। জেলার চারটি উপজেলায় ৩২ হাজার ৮ শতাধিক পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে চাল, শুকনা খাবার, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর জেলার ৩৫টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত হয়েছে। বন্যার পাশাপাশি ৯৮২টি পরিবার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে পানি

শিবালয় (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, যমুনার পানি আরিচা পয়েন্টে গতকাল সোমবার বিপত্সীমার ৮০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের কয়েক স্থানে পানি উঠেছে। উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের পাকা-কাঁচা রাস্তার প্রায় ৩০ শতাংশই পানির নিচে। রাস্তার ভাঙনরোধে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। দুর্গম চরাঞ্চল ও হাট-বাজারের নলকূপ তলিয়ে যাওয়ায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দিয়েছে। অনেকেই গবাদিপশু নিয়ে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। তীব্র স্রোতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে ফেরি-লঞ্চ চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় উভয় ঘাটে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা জানান, যমুনা ও ধলেশ্বরীর শাখা নদী বংশাই-লৌহজং নদীর পানি বিপত্সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় মির্জাপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। বন্যাকবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। বন্যার পানি বাড়ায় কোরবানির পশু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন দেড় শতাধিক খামারি।

আনাইতারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, ফতেপুর, লতিফপুর, মহেড়া, জামুর্কি, বহুরিয়া, ভাওড়া, ভাদগ্রাম, ওয়ার্শি, বানাইল এবং আনাইতারা ইউনিয়নের আঞ্চলিক সড়কগুলো তলিয়ে গেছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. হারুন অর রশিদ জানান, ২ শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্যার পানি ঢুকেছে। কুমুদিনী হাসপাতাল ও শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে আগেই ঢুকেছে পানি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মির্জাপুর উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুর রহমান জানিয়েছেন, উপজেলার ৪০০ কিলোমিটার পাকা- আধাপাকা সড়ক তলিয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকার রাস্তার তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে।

সূত্র- ইত্তেফাক

মেহেরপুরে পুলিশ সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পুলিশের প্রতিটি ইউনিট এঁর সকল পুলিশ সদস্যকে করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা পুলিশ লাইন ড্রিলশেডে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী সকল ইউনিট প্রধানদের এই সামগ্রী তুলে দেন।

সুরক্ষা সামগ্রীর ভিতর ছিল, পিপিই, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, আই প্রটেক্টর, ফেইস সিল্ড, ভিটামিন-সি, জিংক ট্যাবলেট ও ক্যালসিয়াম ডি-৩।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, হাসিবু্ল আলম, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম, গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান, জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি জুলফিকার আলীসহ মেহেরপুর জেলা পুলিশের সকল ইউনিট প্রধানরা।
মেপ্র/এমএফআর

সাগরে ধরা পড়ছে বড় বড় ইলিশ

চলতি ইলিশের মৌসুমে জেলেদের জালে বেশ বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়ছে। বরগুনার আড়তদার, ট্রলার মালিক ও ট্রলার মালিক সমিতিকে সাগরে মাছ ধরারত জেলেরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সুখবর জানাচ্ছেন। সাগরে ঝড়-বাদল যদি না থাকে তাহলে এ বছর ইলিশ ধরার রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

জেলেরা জানান, প্রতিটি ট্রলারে ৮০০ গ্রাম থেকে পৌনে দুই কেজি ওজনের প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও স্থানীয় বাজারে বড় সাইজের ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে।

সাগরে ঝড়-বাদল যদি না থাকে তাহলে এ বছর ইলিশের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

বরগুনা জেলা মৎস্য বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, দেশের উৎপাদিত মোট ইলিশের ১৩% বরগুনা জেলায় আহরণ করা হয়। গত অর্থবছরে এ জেলায় প্রায় ১ লাখ ২০ টন ইলিশের আহরণ ছিলো। বরগুনার পাথরঘাটায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইলিশ মৎস্য বন্দর এবং এখানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটিও (বিএফডিসি) অবস্থিত। ইলিশ মৌসুমে এ অবতরণ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইশ’ টন রুপালি ইলিশ বেচা-কেনা হয়।

গত দুই দিনে বিএফডিসি পাইকারি মাছ বাজারে যে ট্রলারগুলো এসেছে সেগুলোর জেলেরা ৮০০ গ্রাম থেকে পৌনে দুই কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি করেছে। তবে দামটা ছিল খুব চড়া। এক কেজি ওজনের ওপরের ইলিশের মণ ছিল ৪৬ হাজার টাকা এবং এক কেজি ওজনের নিচের ইলিশের মণ ৩৪ থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

প্রতিটি ট্রলারই ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকার ইলিশ বিক্রি করেছে জানালেন, পাথরঘাটা বিএফডিসি পাইকারি মাছ বাজারের মার্কেটিং অফিসার মো. অলিউল্লাহ। তিনি আরও জানান, গত এক সপ্তাহে এই বাজারে নদী ও সাগরের ৯১ হাজার ৭২৪ মণ ইলিশ মাছ বিক্রি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। সাগরে ঝড়-বাদল যদি না থাকে তাহলে এ বছর ইলিশের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

নদীগুলোতে কম সংখ্যক হলেও বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়ছে। ইলিশের আকার বড় হওয়ায় স্থানীয় বাজারে দামও খুব চড়া। এ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে এক হাজার দ’শ টাকা দরে আর তার চেয়ে একটু বেশি ওজন হলেই তা বেড়ে দেড় হাজার টাকায় উঠে যাচ্ছে বলে ক্রেতা-বিক্রেতারা জানান। পাথরঘাটায় অতি সম্প্রতি ২ কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের একটি মাছ বেচাকেনা হয়েছে পাঁচ হাজার ৯০০ টাকায়।

পাথরঘাটা বিএফডিসি পাইকারি মৎস্য বাজারের বাবুরাম কর্মকার জানান, এ বছর ইলিশ মৌসুমের প্রথমেই ইলিশ মাছ শিকারের ওপর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা পালন করেছেন জেলেরা। নিষেধাজ্ঞা শেষে গত ২৩ জুলাই জেলেরা সাগরে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরা শুরু করেন। প্রতিটি ট্রলারে কমবেশি সবারই জালে ইলিশ ধরা পড়েছে।

বিএফডিসি পাইকারি মাছ বাজারে ৯৯ জন আড়তদার। সবাই ট্রলার মালিকদের কমবেশি দাদন দিয়ে ট্রলার সাগরে পাঠিয়েছেন। পাথরঘাটা বিএফডিসি

আড়তদার সমিতির সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মো. মারুফ হোসেন জানান, সাগরে ৬৫ দিন ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ থাকায় মাছের সাইজ বড় হয়ে গেছে এবং মাছগুলো কিনারের দিকে এসেছে। এখন মাছের যে চড়া দাম তা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারি নিষেধাজ্ঞায় প্রতিবছর ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ শিকার বন্ধ থাকে। আবার ৩০ জুন পর্যন্ত আট মাসের বেশি সময় ধরে জাটকা ধরা, বিক্রি, পরিবহণ নিষিদ্ধ থাকে। এরমধ্যে গতবছর থেকে সাগরে ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৪ জুলাই থেকে ১১ অক্টোবর তিন মাস এবং ৩ নভেম্বর থেকে ১৯ মে পর্যন্ত জেলেরা ইলিশ ধরতে পারবে।

সরকারি বিধি নিষেধের সাথে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে লকডাউনে কর্মবিরতি এবং ফলশ্রুতিতে দূষণমুক্ত হয়েছে নদীর পানি। প্রতিকূল অবস্থায় বরাবরের মতো নদীতে জেলেদের জালও পড়েনি খুব একটা। সেই সাথে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাবে নদীগুলো থেকেছে কানায় কানায় পূর্ণ। জেলেরা আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছে। সব মিলিয়ে এ মৌসুমে সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে থাকবে; ব্যাপক ইলিশ আহরণে বলে ইলিশের জেলা বরগুনার জেলে, ব্যবসায়ী, সাধারন ক্রেতা, মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তারা আশা করছেন।

বরগুনা জেলা মৎস্য বিভাগের সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মাহাবুব আলম জানান, মৌসুমি বায়ু সময়মতো সক্রিয় হওয়ায় এবার সার্বিক আবহাওয়া ইলিশের অনুকূলে।

বরগুনা জেলা ট্রলার মালিক ও মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী জানান,এবছর নদ-নদীর পানি স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়েছে। ইলিশ চলাচলের পথও সুগম ও সাবলীল। নদীগুলোতে ইলিশ আগমনের পরিমাণও অনেক বেড়েছে। তাই এ ইলিশ মৌসুমে প্রচুর ইলিশ প্রাপ্তিসহ ভালো বাণিজ্যেরও আশা করছি।

বরগুনার জেলা চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, অনুকুল পরিবেশ-প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক বৈরীতা ও সুবিধা, সরকারি বিধি-নিষেধ, করোনাকাল এবং সর্বোপরি জেলেদের সচেতনতা মিলিয়েই প্রচুর ইলিশ আহরণের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বেকার সময়ে সরকার যেভাবে জেলেদের সহায়তা দিয়ে আসছে সে কারনে জেলেদের মধ্যে অবৈধ মাছ শিকারের প্রবনতা একেবারেই কমে এসেছে। ইলিশের বাম্পার উৎপাদনের আশায় রয়েছি।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ ছোট বাবু আটক

মেহেরপুরে ১০পিচ ইয়াবাসহ ছোটবাবু নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গাংনীর চর গোয়াল গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। একইসাথে মাদক বিক্রির ১০ হাজার ৫শ টাকা জব্দ ডিবি পুলিশ।
আটক ছোটবাবু গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মৃত বাবু দর্জির ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ছোট বাবু নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১০পিচ ইয়াবাসহ আটক করা হয়েছে৷ তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর